ছাত্র-জাগরণ।

[২৫শে নভেম্বর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রাজপুর গ্রামে "ছাত্র-সঙ্ঘের" বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু সভাপতি ছিলেন। উক্ত সঙ্ঘের জনৈক ছাত্র সভাপতিকে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন দেন, তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রকাশ করিবার অজুহাত এই যে, এই অভিনন্দনে পৃথিবীব্যাপী ছাত্র-অভ্যুত্থানের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।—সঃ বঃ কঃ ম্যাগাজিন্]

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং ভ্রাতৃবর্গ!

আমাদের এই ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আমরা আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইতেছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক ত্রুটি এবং ছাত্রসুলভ অনেক অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের আন্তরিক ভক্তি এবং ভালবাসা স্বতঃই আপনাদের নিকট অগ্রসর হইতেছে এবং আমরা আশা করি যে, আপনাদের যে আন্তরিক সহানুভূতি ও মঙ্গলেচ্ছা পাইব, তাহাই আমাদের ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

আমরা ছাত্র—মানসিক ক্রমোন্নতির জন্য আমরা চিরকালই ছাত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকি। ছাত্র-জীবনের যে দীক্ষা তাহার প্রথম ভাগেই আমরা রহিয়াছি। এ দীক্ষার প্রথমাবস্থায় আমরা আপনাদের সস্নেহ উপদেশ চাহি—যে উপদেশ চিরকালই আমাদের নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে রক্ষা করিবে এবং আমাদের বিস্তৃত বক্ষদেশ আরও বাড়াইয়া দিবে যাহাতে আমরা আমাদের এই দেশের নানা কুসংস্কার এবং সমাজ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারি।

আমরা চাই মানুষ হইতে ; মানুষের ন্যায্য অধিকার লাভে আমরা পদে পদে বাধা পাইতেছি। মানুষ হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণ করিবার যে শক্তি তাহা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফট করিবার যে সাহস

তাহা আমরা জাগাইয়া তুলিতে চাই। আমরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইতে চাই—যে অগ্নি নিজের ভিতর দেখিতে পাইয়া ভৃগুমুনি ভগবানের ছলনা ভাঙ্গিবার জন্য তাঁর বুকে পদচিহ্ন আঁকিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই—আমরা সেই অগ্নি লাভ করিবার জন্য বোধন বসাইয়াছি। সাগ্নিক হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিতে পারিলে এবং নিজের ভিতর অগ্নির প্রকাশ উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসারের কোন বাধা-বিপত্তি আমাদের দমাইয়া দিতে পারিবে না—এই আশা করিয়া আমরা আপনাদিগের সাহায্য চাহিতেছি। আজ আমরা অন্যান্য দেশের ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছি না তার প্রধান কারণ, আমরা আমাদের ভিতর অগ্নির বিকাশ দেখিতে পাই না। অন্যান্য দেশ যখন সাহিত্য কলা শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতেছে তখন আমরা অন্ধকারের গভীরতম কূপে নিমজ্জিত হইয়া আছি।

গল্পে শুনা যায় যে, রাজকুমার ঘুমন্ত রাজপুরীর মধ্যে রাজকুমারীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে সোণার কাঠির স্পর্শে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন—আমরা চাই সেই সোণার কাঠির স্পর্শ যাহাতে আমাদের চিরকালের অবসাদ এবং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্য জড়তা শেষ হয়ে যাবে এবং সত্যই প্রাণের স্পর্শ পাইব। আমরা তাই আজ দাঁড়াইয়াছি আপনাদের নিকট যাঁহারা নিজেদের ভিতর মঙ্গৈশ্বর্য্যময়ী শক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন—যে শক্তি ক্ষুধিতের অভিশাপ এবং পীড়িতের ব্যাকুল ক্রন্দন নিজের ভিতর শুনিতে পাইয়া তার প্রতিকার করিবার জন্য যার মঙ্গলহস্ত সদাই প্রসারিত এবং দীনদুঃখী মানুষের দলকে বুকে টানিয়া লইতে সদাই ব্যগ্র—আমরা তাঁদের উপদেশ চাহিতেছি যাতে আমরাও তাঁদের মত সব জিনিষ বুকের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। তাই এই ছাত্র সম্মেলনের অধিবেশনে আমরা তাঁহাদের আহ্বান করিতেছি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা তাঁহাকে সভাপতিরূপে পাইয়াছি যিনি তাঁহার এত কার্য্য সত্ত্বেও অবসর করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র সম্মিলনীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন পাইয়া তাঁহার মুখের কিছু শুনিবার জন্য আমাদের উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। আজ আমরা আরও সৌভাগ্যবান বোধ করিতেছি যে, আমরা যাঁহাকে পাইয়াছি তাঁহারই পায়ের তলায় বসিয়া আমাদের পিতা এবং পিতামহগণ জ্ঞানশিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা কখনও তাঁহাকে বাঙ্গালীর পোষাক ধুতি চাদর ছাড়া অন্য পোষাক ব্যবহার করিতে দেখেন নাই। যে বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা এবং যে বাঙ্গালার রক্ষণকল্পে আমরা এত চেষ্টা করিতেছি সেই বাঙ্গালা ভাষায় এখন যে শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন না তাহার প্রধান কারণ আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। যে বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে তাহার স্থান করাইবার জন্য তাঁহার নানা বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম চিরকাল ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। যে সব ছাত্র অন্য কোনও বিদ্যালয়ে স্থান পায় নাই সেই সব লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত ছাত্রদের যিনি নিজের ছেলেদের মত সাদর আহ্বানে নিজের কলেজে স্থান দিয়া তাহাদের জীবনের উচ্চতল সোপানে উঠিবার সুযোগ দিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন; যিনি শিক্ষকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্ভীকভাবে বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার মত ভাষা আমাদের নাই, তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করুন! ইতি—

বিনীত

রাজপুর ছাত্র সঙ্ঘ।